দারসে কুরআন সিরিজ ২৭

ভোট দেব কেন ও কাকে

খন্দকার আবুল খায়ের

দারসে কুরআন সিরিজ—২৭

ভোট দেব কেন ও কাকে

খন্দকার আবুল খায়ের

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৬১

৬ষ্ঠ প্রকাশ

রমজান	১৪২৬
আশ্বিন	১৪১২
অক্টোবর	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য : ৭.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

VOTE DEBO KENO O KAKE by Khandakar Abul Khair. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 7.00 Only.

www.amarboi.org

ভূমিকা

'ভোট দেব কেন এবং কাকে' এই নামে প্রথম বই লিখেছিলাম আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে। সেই পাকিস্তান আমলে বইটি লেখার যে উদ্দেশ্য ছিল, আজও সেই উদ্দেশ্যই বর্তমান রয়েছে। ভোট দিতে সক্ষম অধিকাংশ মুসলিম ভোটারগণ ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখেন, এমনটি আমার মনে হয় না। যে কারণে ভোটের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেয়ার জন্য এই ছোট্ট বইটি পুনর্বার মুসলিম ভোটারগণের সামনে পেশ করছি। আমার লেখা যতগুলি বই বাজারে চালু রয়েছে তার প্রত্যেকটির মূল উদ্দেশ্য একটিই। আর তাহচ্ছে মুসলমান ভাই-বোনদের ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। একথা বলতে মোটেই দ্বিধা নেই যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই অনেক লেখা পড়া শিখেছেন, অনেক বিদ্যান হয়েছেন অথচ সেই লেখা-পড়া হয়েছে আল কুরআনকে বাদ দিয়ে। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খৃষ্টান এবং ইহুদীদেরকে দেখেছি, তারা যে যত বেশী শিক্ষিত, সে ততবেশী তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের জ্ঞান রাখে। আজ পর্যন্ত আমি একজনও খৃষ্টান বা ইহুদীকে দেখেনি যারা তাদের ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান লাভ ছাড়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পেরেছে। তারই পাশাপাশি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দেখতে পাই, উচ্চ শিক্ষার জন্য কুরআনী জ্ঞানের কোন প্রয়োজনই হয় না। শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে কত পারসেন্ট মানুষ কুরআনের জ্ঞান লাভ করে থাকেন তা আমি নিজে বলতে চাই না, সাধারণ পাঠকেরাই সেটা চিন্তা করে দেখবেন আশা রাখি।

যাইহোক, এ বইটি লেখার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এতটুকুই যে, ভোটের মূল্য, ভোটের মর্যাদা এবং এই ভোট কে পেতে পারে আর কে পেতে পারে না, তা আল কুরআনের দলিলসহ মুসলমান ভাইবোনদের জানিয়ে দেয়া এবং এ সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তোলা। আল্লাহ পাকই জানেন আমার এ উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হবে।

বিনীত,
খন্দকার আবুল খায়ের

www.amarboi.org

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভোটাধিকার কি ?

সূরা আহযাব-৭২নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۙ - الاحزاب :٧٢

"আমি আমানতকে (অর্থাৎ খেলাফতির আমানতকে) আকাশ মন্ডল, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তা তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হল না। বরং তারা ভয় পেয়ে গেল। মানুষ তা নিজের কাঁধে তুলে নিল। (এ দায়ীত্ব নেয়ার পরেও যারা তার মর্যাদা বুঝল না এবং পালন করল না–) সে মানুষগুলো বড় ধরনের জালেম ও বড় ধরনের মূর্খ।

শব্দার্থ ঃ اِنَّا। অবশ্যই আমি। عَرَضْنَا - পেশ করেছিলাম। الاَمَانَةَ। (খেলাফতির) আমানতকে। عَلَى - উপরে السَّمٰوٰتِ - আকাশ মন্ডলি وَالْاَرْضِ এবং জমিন। وَالْجِبَالِ – এবং পাহাড় পর্বতের (উপরে)। فَاَبَيْنَ অতপর তারা অস্বীকার করল। اَنْ يَّحْمِلْنَهَا – যে তা বহন করতে পারবে। (অর্থাৎ তারা বহন করতে পারবে না বলে বহন করতে অস্বীকার করল।) وَاَشْفَقْنَ – এবং ভয় পেয়ে গেল। مِنْهَا – তাতে। وَحَمَلَهَا – এবং বোঝা কাঁধে তুলে নিল। الاِنْسَانُ - মানুষে। اِنَّهٗ নিশ্চয়ই সে (মানুষ)। كَانَ – হচ্ছে। ظَلُوْمًا - বড় জালেম। جَهُوْلًا - বড় মূর্খ।

মানুষকে যে আল্লাহ তাঁর খলিফা হিসাবে পাঠাবেন এটা পূর্ব থেকেই আল্লাহর ঘোষণা ছিল। সূরা বাকারার ৩০নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط - البقرة : ٣٠

"যখন রব ফেরেস্তাদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠাব।—আল বাকারাহ ঃ ৩০

www.amarboi.org

এই প্রথম ঘোষণা থেকেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে মানুষকে আল্লাহ তাঁর খলিফা করেই পাঠিয়েছেন। কিন্তু বিরাট আয়তন বিশিষ্ট একটা দেশের ওপর শাসন কার্য পরিচালনার জন্যে মানুষ তার সেই খেলাফতির ক্ষমতা যা আল্লাহ তাকে দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন সেই ক্ষমতাই হচ্ছে 'ভোটাধিকার' যা একজনকে অর্পণ করে তাকে দেশের ওপর আল্লাহর আইন মুতাবিক নেতৃত্ব করার ও শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়।

এই দায়িত্ব যারা যথাযথভাবে পালন করে না তাদেরকেই বলা হয়েছে, বড় জালেম এবং বড় মূর্খ। জালেম ও মূর্খের ব্যাখ্যায় পরে আসব ইনশাআল্লাহ।

খেলাফতির আমানত মানুষের উপর

সূরা আহযাবের ৭২নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন-"আমি আমার এই (খেলাফতির) আমানতকে আকাশ মন্ডল, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করেছিলাম। কিন্তু (এর গুরুভার এতবেশী যে) তা তারা গ্রহণ করতে রাজী হলো না, তারা ভয় পেল (এইভেবে যে, এতবড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমরা কি বহন করতে পারব?) কিন্তু মানুষ এ দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। (এ দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেয়ার পরেও যে তার গুরুত্ব বুঝল না এবং তা যথাযথভাবে পালন করল না) সে মানুষ যে খুব বড় ধরনের জালেম এবং খুব বড় ধরনের জাহেল এতে কোনই সন্দেহ নেই।" (আল কুরআন)

কথাগুলি খোদ আল্লাহর।

এবার চিন্তা করুন খেলাফতির দায়িত্ব কত ভারী এবং কত গুরুত্বপূর্ণ যে আকাশ মন্ডল, পৃথিবী এবং পাহাড় কেউই এ ভার বহন করতে রাজী হলো না বরং ভয় পেয়ে গেল। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি এ দায়িত্বের গুরুত্ব কত বেশী। আবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হল, মানুষ এ দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিল। এর থেকে বুঝা গেল এ দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন বলেই মানুষ তা ঘাড়ে তুলে নিতে পারল। এর পর পরই বলা হল, মানুষ বড় জালেম ও জাহেল। এখন আসুন আমরা বুঝার চেষ্টা করি, আল্লাহ কেন মানুষকে জালেম ও

www.amarboi.org

জাহেল বললেন এবং আল্লাহ জালেম ও জাহেল বলতে কি বুঝিয়েছেন। এবং আমরা কোন পর্যায়ে গেলে সেই জালেম ও জাহেলের ভিতর গণ্য হব। আমি এটা বুঝাতে চাই সাধারণ যুক্তি ও আল কুরআনের দলিল সহকারে। আমি চাই যেন কারো বুঝের মধ্যে অস্পষ্টতা না থাকে। কিন্তু কতটুকু বুঝাতে পারবো তা নির্ভর করে আল্লাহর ইচ্ছার উপর।

জালেম কে আর জুলুম কি ?

আমরা কোথাও যদি দেখতে পাই যে, কিছু সংখ্যক মানুষ একজন লোককে ধরে ভীষণভাবে মারধোর করছে এবং কারণ জিজ্ঞেস করে যদি জানতে পাই—সে এমন একটা গুরুতর অপরাধ করেছে যা মোটেই ক্ষমার যোগ্য নয়, তাহলে তখন আমরা কেউই মনে করি না যে লোকটার উপর জুলুম করা হচ্ছে। কিন্তু যদি জানতে পারি যে, লোকটা মোটেই কোন অপরাধ করেনি অথচ তাকে মারধোর করা হচ্ছে, তবে তখনই আমরা বলি– "আহা লোকটার উপর জুলুম করা হচ্ছে।"

তাহলে বুঝা গেল, যার যা পাওনা তা তাকে দিলে সে কাজকে কেউই জুলুম বলে না। বরং বলে সেটাই উচিত কাজ হয়েছে।

কিন্তু যদি দেখতাম যে, একটা সম্পূর্ণ নির্দোষ লোককে কেউ মারছে, তাহলে আমরা অবশ্যই বলতাম—ঐ লোকটার উপর জুলুম করা হচ্ছে। কারণ মারটা তার পাওনা নয়।

এর থেকে বুঝা গেল, যেটা যার পাওনা নয় সেটা তাকে দিলে তার নামই জুলুম, প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে জুলুমের সংজ্ঞা।

আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজিদে 'যুলমুন' মূল শব্দ থেকে ৩৮৯টি আয়াত নাজেল করেছেন, যার মধ্যে ২৩টি শব্দ রয়েছে, জুলুমাত হিসাবে যার থেকে অন্ধকার বুঝান হয়েছে। আর বাকি ৩৬৬টি শব্দ থেকে জুলুম করা বুঝান হয়েছে। আমি তার থেকে মাত্র একটি আয়াতের অর্থ বলছি যার থেকে সবকয়টি আয়াতেরই অর্থ সুষ্ঠুভাবে বুঝা যাবে। যেমন সূরা সফের ৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন "আর তার চাইতে বড় জালেম কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করে ; অথচ তাকে ইসলামের দিকেই আহবান করা হচ্ছিল। এই ধরনের জালেমরা কখনই

www.amarboi.org

আল্লাহর হেদায়াতের পথ পাবে না।"–(আল কুরআন) এখানে আল্লাহর উপর কি মিথ্যা দোষারোপ করা হচ্ছিল ? এখানে বলা হচ্ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) যা বলেছেন তা তাঁর নিজের কথা, আল্লাহর কথা নয়। এতে আসলে কি বলা হল ? বলা হল, যে কথা যেখানে খাটেনা সেখানে সেই কথা যারা বলল, তাদেরকে বলা হয় সব চাইতে বড় জালেম।

তাহলে এখান থেকেও প্রমাণ হল, যেখানে যা খাটেনা সেখানে তা বলা, এটাই জুলুম এবং যার যা পাওনা তাকে তা না দেয়া জুলুম। আর অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন (সূরা লুকমানের ১৩নং আয়াতে) 'ইন্নাশ্‌শিরকা লাজুলমুন আযীম'–(আল কুরআন)। অর্থাৎ "নিশ্চয়ই শির্‌ক হচ্ছে সব চাইতে বড় জুলুম।" যেমন, যদি কেউ আল্লাহর যায়গায় অন্যকে বসায় তাহলে সেই কাজকে শেরেকী কাজ বলে অর্থাৎ তারা আল্লাহর অধিকারে অন্য কাউকে অংশ দেয়। এটা যেমন বড় ধরনের জুলুম তেমনি এটাকে শেরেকীও বলা হয়। এর থেকে বুঝা গেল, যারাই শেরেকী করে তারা সবাই বড় ধরনের জুলুম করে। কারণ একজনের পাওনা (অর্থাৎ আল্লাহর পাওনা) তারা অপরকে দেয়। কাজেই তার নাম শেরেকী এবং এরই অপর নাম জুলুম। আমরা এতক্ষণে জুলুম বুঝলাম, এবার আসুন বুঝি জাহেল কাকে বলে। কারণ আল্লাহর খেলাফতির দায়িত্ব যারা নিয়ে যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালন করে না, তাদের জালেম এবং জাহেল বলেছেন। তাই জালেম বুঝার পরে জাহেলও বুঝতে হবে। যেন আমরা জালেম ও জাহেল হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাই। এখন এর হাত থেকে মানুষকে রেহাই দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ তো কম কথা বলেননি বলেছেন বহু জায়গায় বহু কথা। এর পরেও যদি আমরা হুশিয়ার না হই তবে জাহান্নাম ছাড়া আমাদের ঠিকানা আর কোথায় হওয়ার আশা করতে পারি ? এর উপর গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে বলব আমার প্রাণ প্রিয় মুসলমান ভাই বোনদেরকে। এর পরেও যদি কেউ সচেতন না হন তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে ?

আল্লাহর নবী যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব তিনিই পালন করেছেন। এখন যেহেতু আল্লাহর নবী সশরীরে জীবিত নেই, তাই এ দায়িত্ব পালনের ভার পড়েছে তার উম্মতের উপর।

www.amarboi.org

আর আমি যেহেতু রসূলের একজন উম্মতের দাবীদার, তাই মনে করি, আল্লাহ আমাকে তাঁর বান্দাদের সচেতন করার মত যতটুকু যোগ্যতা দিয়েছেন তা যেন কাজে লাগাই। যেন পরকালে আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দিতে পারি যে, তোমার বান্দাহ ও তোমার রসূলের উম্মতের মধ্যে একজন আদ্না উম্মত হিসেবে আমার যোগ্যতা মুতাবিক লোকদের সচেতন করার দায়িত্ব সাধ্যানুযায়ী করার চেষ্টা করেছি। এ কারণেই আমার এই ছোট্ট বই লেখার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

জাহেল বলতে কি বুঝায়

আল্ কুরআনে আল্লাহ পাক ২৪টি আয়াতের মধ্যে জাহেল শব্দ ব্যবহার করেছেন (অর্থাৎ যে মূল শব্দ থেকে জাহেল শব্দ ঐ একই মূল শব্দ থেকে যতগুলি শব্দ তৈরী হয়েছে এবং তার যেগুলো আল্ কুরআনে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন, সেই শব্দগুলোর সংখ্যা হচ্ছে ২৪টি)। এর প্রত্যেকটি শব্দ থেকে 'মূর্খ' বুঝান হয়েছে। আর মূর্খ বলে তাকে, 'যার জন্যে যা জানা ফরজ ছিল এবং যা না জানার কারণে তাকে বিভিন্ন দিক থেকে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে, তাকেই আল্ কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে জাহেল বা মূর্খ। তাহলে বুঝা গেল, জাহেল থাকার অর্থ হচ্ছে যা জানার জন্যে আল্লাহর হুকুম রয়েছে তা না জানা। এর পরিণাম কি হতে বাধ্য ? এক কথায় এর শেষ পরিণতি হচ্ছে, বেহেস্তে যাওয়ার পথ না চিনে দোযখের পথে চলে যাওয়া। তাই আসুন আমরা সেই জ্ঞান শেখার ব্যবস্থা করি বা চরম চেষ্টা করি, যা না শিখলে আমাদের মূর্খ থাকতে হবে এবং মূর্খ থাকার কারণে শেষ পরিণতিতে জাহান্নাম ভোগ করতে হবে।

এই জ্ঞান লাভের মধ্যে কিছু আছে যা জানা ফরজে আইন। আর কিছু আছে যা জানা ফরজে কেফায়া। যেমন ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ড্রাইভারী, প্লেন বানানো, গাড়ী বানানো ইত্যাদি শিক্ষা। এই ধরনের শিক্ষাটাও ফরজ। তবে তা সমাজের কিছু লোক জানলেই সে ফরজটা আদায় হয়ে যায়। কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার জন্যে এমন কিছু জ্ঞান অর্জন করতে হয় যা অন্যে অর্জন করলে আমার কোন ফায়দা হয় না। যেমন

www.amarboi.org

কেউ ডাক্তারী জানলে তাতে অনেকেরই ফায়দা হয়। কিন্তু আল্ কুরআনের যে জ্ঞান না থাকলে আমার নামায আমি ঠিকমত পড়তে পারব না। আমাকে খেয়েই আমার বাঁচতে হয়, কাজেই কি খেলে বাঁচব, আর কি খেলে মরব এটা শুধু ডাক্তার জানলে চলবে না, এটা আমাকেও জানতে হবে। কারণ আমার খাওয়া যেমন অন্য খেয়ে দিলে তাতে আমার কোনই ফায়দা হয় না এবং আমার পেটও ভরে না। আমার খাওয়া আমাকেই খেতে হয়। ঠিক তদ্রূপ আমার নামায যেমন আমাকেই আদায় করতে হয়, অন্যে পড়ে দিলে তাতে যেমন আমার নামায আদায় হয় না, ঠিক তদ্রূপই আমার খেলাফতির দায়িত্ব সম্পর্কে আমাকেই জ্ঞান লাভ করতে হবে। এ জ্ঞান অন্যে লাভ করলে আমার খেলাফতির দায়িত্ব পালন করা হবে না। এ জ্ঞান আমাকেই লাভ করতে হবে, কারণ আমার খেলাফতির দায়িত্ব আমার নিজের অন্যের নয়। আর আমি যখন ভোটের মাধ্যমে এ দায়িত্ব অপরকে অর্পণ করব তখন আমার ভোট অন্যে দিয়ে দিলে চলবে না। যেমন আমার খাওয়া অন্যে খেয়ে দিলে চলে না। তাই যেহেতু আমার খেলাফতির দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হবে সেই জন্যে আমাকেই জানতে হবে এবং আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তা কোথায় অর্পণ করলে জালেম, মুশরিক ও জাহেল হয়ে ঘরে ফিরতে হতে পারে এবং কোথায় তা অর্পণ করলে জালেম, মুশরিক ও জাহেল বা মূর্খের ন্যায় কাজ করা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারব। এটা অন্য কেউ জানলে চলবে না, তা ব্যক্তিগতভাবে আমাকেই জানতে হবে। আর এ ব্যাপারে যারাই সচেতন হবে না, শয়তান তাদেরই ঘাড়ে চাপবে এবং ঐ মূর্খ লোকটাকে শয়তান যা বুঝাবে সে তাই বুঝবে। ফলে পরে তা তাঁর ঈমান-আমান ধ্বংস করার জন্যে ভোটের সময় একটা উত্তম সুযোগ গ্রহণ করে দেবে। তাই আমাদেরকে হুশিয়ার থাকতে হবে যেন শয়তান আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। এবং ভোটের সময় শয়তান যেন তার প্রার্থীকে আমার ভোট না দেয়াতে পারে।

খেলাফতির আমানত মানুষের উপর

সূরা আহযাবের যে আয়াতের ব্যাখ্যা এতক্ষণ পর্যন্ত দেয়া হল, তাতে আমরা অবশ্যই জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ আমাদের উপর এমন একটা

www.amarboi.org

গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যার গুরুত্ব বুঝতে পেরেই আসমান, জমিন, পাহাড়, পর্বত কেউই তার ভার বোঝা বহন করতে রাজী হয়নি। সে দায়িত্বটা হচ্ছে খেলাফতির দায়িত্ব। আল্লাহ যে মানুষকে খেলাফতির দায়িত্ব পালনের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন তা সূরা বাকারার ৩০নং আয়াতের মধ্যেই বলেছেন, (ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বললেন إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً "নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।"(তখন ফেরেশতাগণ কি উত্তর দিয়েছিল তা মুসলমান মাত্রই জানেন। কাজেই জানা কথা লিখে বই ভারী করার ইচ্ছে আমার নেই।) সেই খেলাফতির দায়িত্বই একজনকে অর্পণ করা হয়। এ দায়িত্ব যে কত ভারী তা ইতিপূর্বে আমরা আল্লাহর কথা থেকেই জানতে পেরেছি। যা আসমান জমিন পাহাড় পর্বত কেউই বইতে পারবে না বলে রাজি হয়নি বরং তারা ভয় পেয়ে গেছে।

এবার শুনুন আকাশ কত ভার বইতে পারে। আকাশে আমরা যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্র দেখতে পাই, এসবের ভার যার নিকট বহন করা সহজ তারই কাছে খেলাফতির দায়িত্ব বহন করা কঠিন। আকাশের মাত্র একটা তারকার কথা বলছি, যার দূরত্ব পৃথিবী থেকে ৫শত কোটি আলোক বর্ষ দূরে। অর্থাৎ আলো প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল গতিবেগে অনবরত আসতে থাকলে পাঁচ শত কোটি বছর লাগে তার আলো পৃথিবী পর্যন্ত আসতে। সে তারকাটা এত বড় যে আমাদের পৃথিবীর চাইতে সাড়ে তের লক্ষ গুণ বড়। এই যে সূর্য এই ধরনের ৯ লাখ সূর্য আদ্রা নামক তারকার গায়ের উপর একটার পাশে আর একটা সাজিয়ে রাখা যায়। এই ধরনের আদ্রার মত কত কোটি তারকা ও তাদের গ্রহ উপগ্রহ যে আকাশ বইতে পারে সেই আকাশ বইতে পারে না খেলাফতির দায়িত্ব ভার। এবার চিন্তা করুন খেলাফতির গুরুভার কত বেশী ! সেটা যারা অপাত্রে অর্পণ করে তাদেরকেই বলা হয়েছে আল্লাহর ভাষায় "জালুমান জাহুলা" তাদের মত বড় জালেম এবং তাদের মত বড় জাহেল আর কেউ হতে পারে না। এই ভোট যারা ডাকাতি করে কেড়ে নেয়, তারা কি কখনও চিন্তা করে যে কি তারা ডাকাতি করছে ? এবং তার জন্যে পরকালে তাদের পরিণতি কি হতে

www.amarboi.org

পারে ? পরকালে এদের যখন দোজখে যাওয়ার খবর শুনিয়ে দেয়া হবে তখন তারা যেসব নেতাদের হুকুম মত এই ভোট ডাকাতি করে ইসলাম বিরোধী নেতাদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল সেইসব নেতাদের কাছে গিয়ে বলবে, (আমি আল্লাহর ভাষায় বলছি যা আছে সূরা ইবরাহীমের ২১নং আয়াতে) ইন্নাকুন্না লাকুম তাবায়ান, ফাহালআনতুম মুগনুনা আন্না মিন আজাবিল্লাহি মিন শাইয়েন" অর্থাৎ পৃথিবীতে আমরা আপনাদের কথা মত কাজ করেছি যার ফলে আজ আমাদের দোজখে যাওয়ার হুকুম হয়ে গেছে। এখন কি আপনাদের এমন ক্ষমতা আছে যার দ্বারা আমাদের আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচাতে পারবে ? তখন তারা বলবে (ঐ একই আয়াতের পরবর্তী কথা) 'কালু লাও হাদানাল্লাহু লাহাদাইনাকুম সাওয়ায়ায়ুন আলাইনা আজাজেনা আম্‌সাবারনা মালানা মিম্‌মাহিস" অর্থাৎ আমরা যদি আল্লাহর হেদায়াত পেতাম, (আল কুরআনের এসব হুশিয়ারি সম্পর্কে সচেতন হতে পারতাম) তাহলে তোমাদেরকেও হেদায়াত করতাম।(এখন তোমাদেরও দোযখে যেতে হত না, আমাদেরও দোজখে যেতে হত না) এখন যা হবে তা তো হয়েই গেছে এখন চিল্লাচিল্লী করা বা চুপচাপ থাকা উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। আমাদের কোন আশ্রয় স্থল নেই। দোজখে যাওয়াই লাগবে।

—আল কুরআন

আমি যা বলছি তার একটাও কুরআনের কথাকে বাদ দিয়ে বলছি না। কাজেই আমার কথা আমি কাউকেই শুনতে ও মানতে বলছি না, বলছি আমারও যিনি আল্লাহ, আর আপনারও যিনি আল্লাহ তাঁরই কথা শুনুন এবং মানুন।

এবার আপনাকে নিজের স্বার্থেই আল্লাহর দেয়া জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করার অনুরোধ করব। একবার চিন্তা করে দেখুন যে, এতবড় গুরু দায়িত্ব এই খেলাফতির, আর সেটা ডাকাতি করে ছিনিয়ে নিয়ে এমন একজনকে নেতা বানাব, যে আমাকে সাথে নিয়েই দোজখে যাবে ! আর খেলাফতির দায়িত্বের মূল্য এতবেশী যে সূর্যের কিরণ পড়ে যত জিনিসের উপরে তা সাত বার ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করলেও খেলাফতির সমান মূল্য হয় না। সেই দামী জিনিস কি দশটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি হতে পারে?

www.amarboi.org

নাকি এক খিলি পানের বিনিময়ে, নাকি একটা সিগারেটের বিনিময়ে অথবা এক্সপোর্ট ইমপোর্ট লাইসেন্সের বিনিময়ে ? কিংবা কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে বিক্রি হওয়ার মত কোন জিনিস ?

আপনিই আল্লাহর কথাকে সামনে রেখে চিন্তা করুন—একটা ভোটের মূল্য কত ? আর আমরা যদি আল্লাহতে বিশ্বাসী হই, তবে এই মূল্যবান ভোটকে নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলতে পারি ?

এ ভোটাধিকার প্রয়োগ করব কোথায় অর্থাৎ ভোট দেব কাকে ?

আল্ কুরআনের সূরা নিসার ৫৮নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝ النساء : ٥٨

"(হে মুসলমানগণ) আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন যে (ভোটের আমানত সহ) যাবতীয় আমানত তার যথার্থ উপযোগী লোকদের নিকট অর্পণ কর। আর লোকদের মধ্যে যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে তা করবে। (অর্থাৎ ভোট দানের ফয়সালাটাও ইনসাফের সাথে করবে) আল্লাহ তোমাদের উত্তম নসিহত করছেন, আল্লাহ সব শোনেন এবং দেখেন।

শব্দার্থ ঃ إِنَّ اللّٰهَ। নিশ্চয়ই আল্লাহ। يَأْمُرُكُمْ তোমাদের আদেশ করছেন। أَنْ تُؤَدُّوا। যে সোপর্দ কর বা অর্পণ কর। الْأَمٰنٰتِ। খেলাফতির আমানত বা ভোটাধিকার। إِلٰى أَهْلِهَا। তার উপযোগী লোকের নিকট। وَإِذَا। আর যখন। حَكَمْتُمْ কোন বিষয়ে (ভোটের বিষয়সহ) ফয়সালা করবে। بِالْعَدْلِ তা কর ইনসাফের সাথে। إِنَّ اللّٰهَ। নিশ্চয়ই আল্লাহ। نِعِمَّا উত্তম। يَعِظُكُمْ নছিহত করছেন। بِهٖ। এর দ্বারা إِنَّ اللّٰهَ। নিশ্চয়ই আল্লাহ। سَمِيْعًا بَصِيْرًا সব কিছু শোনেন এবং দেখেন।

www.amarboi.org

এ আয়াত তখনকার বিষয় নিয়ে নাযিল হয় যখন বনি ইসরাইলগণ তাদের পতন যুগে ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় কর্তৃত্ব বা দেশ পরিচালনার ভার অযোগ্য, সংকীর্ণচেতা, দুশ্চরিত্র, নীতিহীন ও দুষ্কর্মীদের উপর অর্পণ করছিল। তখনকার এই অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরবর্তী যুগের লোকদের হেদায়াত করা হল যেন তারা এইরূপ না করে।

আর যদি করে তাহলে তোমাদের উপরও আসবে পতন যুগ। এর থেকে বুঝা গেল খেলাফতির দায়িত্ব তাঁরাই পেতে পারে যাঁদের মধ্যে (পুরাপুরি না হলেও কাছাকাছি) নবী রসূলগণের চরিত্র এবং আখলাক পাওয়া যাবে। আর যারা আল্লাহ্ বিরোধী আইন বাতিল করে আল্লাহ্র আইন কায়েম করার প্রতিশ্রুতি দেবে, তাঁরাই শুধু মুসলমানদের ভোট পেতে পারে। অন্যথায় যাদের মধ্যে খারাপ চরিত্র আছে তারা আর যাই হোক আল্লাহতে বিশ্বাসীদের ভোট কিছুতেই পেতে পারে না।

কোন্ ভোটে শেরেকীর গোনাহ্

এটা আমার ফতোয়া নয়, আল্ কুরআনের দৃষ্টিতে যা আমি বুঝি তাই বলছি। যদি এটা ভুল বলি, তাহলে ওলামায়ে কেরামদের নিকট আবেদন রইল, তাঁরা যেন কুরআন হাদিসের দলীল দিয়ে আমাকেও বুঝিয়ে দেন এবং মুসলমান ভাই বোনদেরও বুঝিয়ে দেন।

আল্লাহর কথা থেকে জানা যায়, শেরেকীর গোনাহ আল্লাহ্ মাফ করবেন না। এছাড়া আর সব গোনাহ্ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন। আর আমরা জানি যে, শেরেকী তিন প্রকার, যথা ঃ

এক ঃ আল্লাহর জাতের সাথে কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক করা।

দুই ঃ আল্লাহর গুণের সাথে কাউকে শরীক করা এবং

তিন ঃ আল্লাহ্র অধিকারে কাউকে অংশ দেয়া।

এই অংশ দেয়া বা আল্লাহর (১) জাতে (২) আল্লাহ্র গুণে এবং (৩) আল্লাহর অধিকারে কাউকে অংশীদার করাই হচ্ছে শেরেকী। আর তাঁর কালামে পাকে বলছেন সূরা আন্‌য়ামের ৫৭নং আয়াতাংশ "আইন দেয়ার এ ফয়সালা করার যাবতীয় ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ্‌রই।"

www.amarboi.org

আরবী হচ্ছে ঃ انِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰه। (আনয়াম ৫৭নং আয়াত) এখন প্রশ্ন ঃ—আইন করার যে অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আমি যদি আমার ভোটটার মাধ্যমে সেই আইন তৈরীর অধিকার অন্য কাউকে দেই, আর সে ব্যক্তি যদি আমার দেয়া ক্ষমতা বলে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তার নিজের খেয়াল খুশি মত আইন তৈরী করে, তবে তাকে আমার ভোট দেয়ার অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, আল্লাহর আইন তৈরী করার অধিকারে আরেকজনকে অংশ দিচ্ছি। তাই যদি হয় তাহলে মাননীয় মুফতি সাহেবদের নিকট আমি ফতোয়া চাই—এ ধরনের কোন ব্যক্তিকে যদি ভোট দেই যাদের সম্পর্কে আমি জানি, সে ব্যক্তি ক্ষমতায় গিয়ে আল্লাহ বিরোধী আইন তৈরী করবে, তবে তাকে ভোট দিয়ে আল্লাহর অধিকারে অংশীদার করার ক্ষমতা দিলে শেরেকী হবে না তো ?

তবে ফতোয়াটা চাই আমি বেসরকারী মুফতিদের নিকট থেকে এবং কুরআন হাদিসের দলীল সহকারে।

এ কথাটায় কেউ কিছু মনে করবেন না, কারণ আমরা এই দেশেরই নাগরিক। তবে আমরা বেসরকারী লোক। আর যারা সরকারী চাকুরী করেন তারা সবাই সরকারী লোক। কাজেই যারা সরকারী মুফতি তারা আবার বাদশাহর আমলের সরকারী মুফতি আবুল ফজল ফয়জির ন্যায় কখনই বাদশাহর মতের বিরুদ্ধে কোন ফতোয়া দেন না। আর তাঁদের ফতোয়া শুধু সরকারী লোকই মেনে থাকেন।

আর তখন বেসরকারী মুফতি ছিলেন হজরত মুজাদ্দেদে আলফেছানি (র)। কাজেই তখনকার বেসরকারী মুসলমানগণ বেসরকারী মুফতি সাহেবের ফতোয়াই মানত। তাই আমরাও এখন বেসরকারী মুসলমান হওয়ার কারণে বেসরকারী মুফতিদেরই ফতোয়া মানব। এটা আমি বলছি একটা সাধারণ যুক্তির কথা। কাজেই এতে কারো কিছু মনে করার আছে বলে আমি মনে করি না। আশা করি আপনারাও কিছু মনে করবেন না। হাঁ, তবে আপনারা হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, আমরা সরকারী মুফতি চিনব কি করে ? তার জওয়াবে বলব, এর জবাব আমার নিকট পাবেন না এর জবাব পাবেন আপনার ঘরের ভিতর থেকেই।

www.amarboi.org

আপনার বাসায় টেলিভিশন আছে কি? যদি থাকে তবে তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বলে দেবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট কাকে দেয়া যাবে ?

আল্লাহর ভাষায় বলতে হবে ভোট তাকেই দেয়া যাবে যিনি আল্লাহর দৃষ্টিতে ভোট পাওয়ার যোগ্য। যিনি তাদের রাজনৈতিক দলের ঘোষণা পত্রে দেখাতে পারবেন যে, আল্লাহ বিরোধী আইন বাতিল করে কুরআনি আইন প্রবর্তন করাই তাদের দলের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একমাত্র তারাই মুসলমানদের ভোট পেতে পারেন। এটাও দেখতে হবে যে, তার সাড়ে তিন হাত দেহের মধ্যে ইসলাম আছে কি নেই। যারা চেহারা সুরাত, পোষাক আষাক, আমল আখলাক এবং ইসলামী চরিত্র দ্বারা প্রমাণ করতে পারবেন যে, অন্য কোন স্বার্থে নয়, একমাত্র ইসলামের স্বার্থেই এবং জনগণ ইহকালের অশান্তি এবং পরকালের শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার—তথা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েম করার উদ্দেশ্যেই প্রার্থী হয়েছেন। কিন্তু হয়েছেন নিজের ইচ্ছায় না, বরং অন্য শুভাকাংখী বা দলের আমীরের নির্দেশক্রমে, তবেই তিনি মুসলমানদের ভোট পেতে পারবেন, নইলে নয়।

এ ব্যাপারে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন, "যদি বুঝি যে এমন সৎলোককে কেউ ভোট দেবে না, পাসও করতে পারবে না, তাকে ভোট দিয়ে লাভ কি?" আমি জওয়াবে বলি, সে লোক যদি কারোরই ভোট না পায়, তবে আমার একটা ভোট হলেও তাকে দেব। দেব এই জন্যে যে আমি ভোট দিয়ে মুসলমান থেকে বাড়ী ফিরতে চাই এবং বিবিটাকেও হালাল রাখতে চাই।

ভোটে কে পাস করল কে ফেল করল ওটা আমার দেখার বিষয়-বস্তু নয়, আমার দেখার বিষয়-বস্তু হল মাত্র এতটুকুই যে, আমি আমার ঈমানী দায়িত্ব পালন করলাম কি না।

ইসলামে বহাল থাকতে হলে কাদের দল বর্জন করতে হবে ?

আমি এ ব্যাপারেও নিজের ভাষায় কিছু বলব না। যা বলব তা আল্লাহর ভাষায়ই বলব ইনশাআল্লাহ। সূরা নিসার ৬০নং আয়াত থেকে

www.amarboi.org

৬৩নং আয়াত পর্যন্তকার অনুবাদ পড়ুন এবং কুরআন থেকে মিলিয়ে নিন।

"হে নবী, তুমি কি সেই সব লোকদেরকে চেন যারা নিজেদেরকে ইখলাসের সাথেই পাক্কা ঈমানদার বলে দাবী করে। আর দাবী করে যে, আমরা ঈমান এনেছি সেই জিনিসের উপর যা আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের যাবতীয় (দুনিয়াদারী) কাজের ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্যে তাগুতদের নিকট যেতে চায়। (তাগুত বলে তাদেরকে যারা আল্লাহর আইনকে আইন করে বাতিল করে। অর্থাৎ এমন আইন তৈরী করে যে আইন মানতে হলে আল্লাহর আইনকে অমান্য করে মানতে হয়। যেমন ছোট একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আল্লাহর আইন হচ্ছে চোরের হাত কেটে দাও। আর রাষ্ট্রপ্রধান আইন করল চুরি করলে তাকে জেলে দাও। তাহলে চোরকে জেলে দিতে হলে হাত কাটা আইনকে বাতিল করেই জেলে দেয়া আইন বহাল করতে হয়। এরূপ যারাই আল্লাহ বিরোধী আইন করে বা অন্যের করা আল্লাহ বিরোধী আইন সমাজে বহাল রাখে তাদেরকে বলা হয় তাগুত। আর তাগুতের অস্বীকার করার পূর্ব পর্যন্ত কেউই ঈমানদার হতে পারে না। এই জন্যে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াবী আইনের জন্যে যারা তাগুতদের কাছে যায় তারা শুধু মনেই করে যে, তারা ঈমানদার কিন্তু আসলে তারা ঈমানদার নয়। অর্থাৎ তাদেরকে হুকুম করা হয়েছিল তাগুতদের আইন অস্বীকার করতে।) মুলতঃ শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সত্য পথ থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিতে চায়। অথচ তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যে আইন দিয়েছেন এবং রসূলের যে নীতি সেই দিকে ফিরে আস এবং রসূলের নীতি গ্রহণ কর, তাহলে দেখবে এই মুনাফিকরা তোমার নিকট আসতে ইতস্ততঃ করবে এবং তারা পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।

অতপর তাদের কৃতকর্মের ফলে যদি তাদের উপর কোন বিপদ এসেই পড়ে তবে তার হাত থেকে বাঁচবে কি করে ? কারণ তা তো তাদের নিজেদের হাতে গড়া বিপদ।.......তখন তোমার ভোটে পাস করা নেতারা এসে আল্লাহর নামে হলফ করে বলে, আমরা কল্যাণই

২—

www.amarboi.org

চেয়েছিলাম। (আমরা ২/১টা আল্লাহর আইন বাতিল করলেও যেমন চুরি করলে হাত কাটা আইন এসব আইন বাতিল করলেও তা তাদের কল্যাণ চিন্তা করেই করেছি। আমরা চাই জনগণের কল্যাণ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে মিলমিশ করে বাস করতে। আর চাই সকলের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য সৃষ্টি করতে।)

আসলে তাদের মনে যা রয়েছে তা আল্লাহ্ ভালই জানেন। তাদের পিছন থেকে বা তাদের দল থেকে হটো। তাদের পিছনে থেকো না। কিন্তু তাদের এমন নরম কথা দ্বারা বুঝাতে থাক যেন তাদের মনকে স্পর্শ করে।" (আল কুরআন)

অর্থাৎ তাদের পিছনে থেকো না, তাদের দল ত্যাগ কর কিন্তু তাদের এমন নরম ও যুক্তিপূর্ণ কথার দ্বারা বুঝাও যেন তারা তাগুতের পথ ছেড়ে আল্লাহ্র পথে আসে। এ আয়াত কটা থেকে এ কথাও বুঝা গেল যারা তাগুতদের আইন মেনে চলতে চায় তাদের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা মনে মনে ভাবে যে তারা ঈমানদার কিন্তু আল্লাহ্র নিকট সে ঈমানের কোন স্বীকৃতি নেই, কিন্তু তা তারা বোঝেই না। ভাবে তারা খুবই পরহেজগার লোক। এটা আল্লাহ্র কথা, আমার নিজের কথা নয়।

কয়েকটি আনুসংগিক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ঃ ১। বর্তমান পৃথিবীর প্রচলিত গণতন্ত্র কি ইসলাম সম্মত ? এবং এ গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি ইসলাম কায়েম হতে পারে ?

২। জামায়াতে ইসলামী ইসলাম কায়েম করতে চায় নাকি মওদূদীবাদ কায়েম করতে চায় ?

উত্তর ঃ (১) বর্তমান প্রচলিত গণতন্ত্র আদৌ ইসলাম সম্মত নয়। গণতান্ত্রিক দেশে অধিকাংশ জনগণের ভোটেই দেশের জাতীয় আদর্শ ও নীতি নির্ধারিত হয় বা দেশের আইন কানুন তৈরী হয়। কোন দেশের ৯৯% লোক যদি খোদাহীন রাজ কায়েমের জন্যে ভোট দেয় আর ১% লোক যদি আল্লাহর আইন কায়েম করতে চায় তাহলে কি ১% লোকের ভোটে আল্লাহর আইন কায়েম হবে ? তা হতেই পারে না। এই জন্যেই

www.amarboi.org

ইতিপূর্বে ইসলাম বিপ্লবের মাধ্যমেই কায়েম হয়েছে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে কোথাও ইসলাম কায়েম হয়নি। তাই বলে ভবিষ্যতে যে কোন দেশেই এবং কোন যুগেই তা গণতন্ত্রের মাধ্যমে কায়েম হতে পারবে না, তা বলা যায় না। অন্ততঃপক্ষে বাংলাদেশে যদি একবার গণতান্ত্রিক ধারা চালু হয়ে যায় তবে ১ম বারে না হলেও ২য় বারে ভোটের মাধ্যমে এ দেশে ইসলাম কায়েম হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। কারণ এ দেশের ৮৫% লোক মুসলমান। এদের মধ্যে বড় জোর ২% লোক আছে যারা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েও নাস্তিক। আর বড় জোর ৩% লোক আছে যারা মুসলমানের ঘরে জন্মেও মুশরিক। আর বাকি সবাই মন থেকে চায় যে, এ দেশে ইসলাম কায়েম হোক। এবার তো দেখেছেন এ দেশের স্বাধীনতার সামনের কাতারের নেতা রব সাহেবের দল উপজেলা নির্বাচনে কটা সিট পেল, আর ইসলাম পন্থীদের কাটা তারের বেড়া দিয়ে ঠেকান সত্ত্বেও কতগুলি আসন পেল। এবারকার ভোটে বহুলোক ভোট দিয়েছে ইসলাম পন্থীদের। আর দেখবেন অল্পদিন পরেই যদি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারা যথার্থভাবে চালু হয়ে যায় তবে ভোটের মাধ্যমেও এ দেশে ইসলাম কায়েম হতে পারবে, যেমন ভোটের মাধ্যমেই পাকিস্তান হয়েছিল। তখন যারা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল তারা ইসলাম কায়েম করার উদ্দেশ্যেই ভোট দিয়েছিল। কারণ তখনকার শ্লোগান ছিল, "কায়েম হবে পাকিস্তান কায়েম হবে আল্ কুরআন।" এই শ্লোগানেই যখন ভোটের মাধ্যমে একটা দেশ গড়তে পারে তখন ভোটের মাধ্যমে কেন ইসলাম কায়েম হতে পারে না ? অবশ্য তখন যারা ভোট দিয়েছিল তার পুরা ইসলাম কায়েমের উদ্দেশ্যেই ভোট দিয়েছিল, কিন্তু যারা ভোট নিয়েছিল তারা তাদের ওয়াদা খেলাপ করেছে ঠিকই। কিন্তু ভোটাররা তো তাতে দায়ী নয়। ঠিক তেমনই নিরপেক্ষভাবে যদি ভোট হয় তবে এ দেশেও ভোটের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, রসূলের (সা) যুগে কেউ প্লেনে করে হজ্জ করতে যায়নি, তাই বলে আজও যে যাওয়া যাবে না, এটা যেমন অযৌক্তিক কথা, ঠিক তেমনিই পূর্বে যা হয়নি আজও যে তা হতে পারবে না, এটাও তেমন অযৌক্তিক। পূর্বে ভোটের মাধ্যমে ইসলাম

কায়েম না হলেও এখন হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে '৭২ সালে এ দেশে এমন একটা অবস্থা ছিল যে, ইসলামপন্থীরা তখন হয়ত নির্বাচনে প্রার্থী হলে শতকরা একটা ভোটও পেত না। কিন্তু এবারকার উপজেলা নির্বাচনে কম হলেও কোন কোন সেন্টারে শতকরা ৫০/৬০ ভাগ ভোট ইসলাম পন্থীরা পেয়েছে। শতকরা ১০/২০টা ভোট পায়নি এমন কোন সেন্টারেই হয়নি। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইসলাম পন্থীদের সমর্থন ক্রমান্বয়ে বাড়ছেই।

৭১/৭২ সালে অধিকাংশ মানুষের ধারণায় যারা ছিলেন খুবই ভাল লোক। এই ১৮ বছরে তাদের স্বরূপ মানুষের চোখে একেবারে নগ্নভাবে ধরা পড়ে গেছে। কাজেই এখন আর সেই ৭২ সাল নেই। এখন গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলাম কায়েম হওয়া অসম্ভব নয়। তবে একথা ঠিক যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে ভারতে ইসলাম কায়েম হবে না। ইনশাআল্লাহ সেখানেও ইসলাম কায়েম হবে, তবে তা বিপ্লবের মাধ্যমেই কায়েম হবে। দেখবেন অল্পদিনের মধ্যেই কাশ্মীর ও পূর্ব পাঞ্জাব ভারত থেকে সরে পড়বে এবং ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, যা তাদের কোন দেবতাই ঠেকাতে পারবে না। যার আলামত ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে।

২। দেখুন মওদূদীবাদ বলে কোন মতবাদ পৃথিবীর কোথাও চালু নেই এবং পৃথিবীর কেউই মওদূদীবাদ কি তা জানে না। তা জানেন তারাই যারা ইসলামের সঙ্গে শত্রুতায় ওস্তাদ এবং হিন্দুস্তানে পড়া আলেম।

মওদূদীবাদ নামে কোন মতবাদ আছে এ যারা বলে বেড়ান তারা যেহেতু পরকালে বিশ্বাসী তাই তাদের বেশী কিছু বলতে চাই না ; বলতে চাই মাত্র এতটুকু যে, এইসব ডাহা মনগড়া মওদূদীবাদের কথা যারা বলে বেড়াচ্ছেন তারা পরকালে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন তা পূর্ব থেকেই ঠিক করে রাখুন। আর বলব মেহেরবানী করে তাঁর লেখা বইগুলি একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে পড়বেন এবং চিন্তা করে দেখবেন। তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন, তিনি কি চেয়েছিলেন।

www.amarboi.org

আমার জানা মতে তিনি সবচাইতে বড় দু'টি অপরাধ করেছেন, যথা–

(১) কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবী।

(২) আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েমের দাবী।

এছাড়া আর কোন অপরাধ করেছেন বলে আমার চোখে ও জ্ঞানে আজও পর্যন্ত কিছু ধরা পড়েনি, যদিও তাঁর লেখা প্রায় সবগুলি বই-ই পড়ার চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয় তার বিপক্ষে লেখা বইগুলিও খুব মনযোগ সহকারে পড়েছি। এবং দেখেছি তাতে প্রকৃত সত্যের কোন নাম গন্ধও নেই। আপনি পড়ুন আপনিও তাই দেখবেন। এর চাইতে বেশী কিছু আমি মনে করি না এবং বেশী কিছু বলতেও চাই না।

তার বিরুদ্ধে যারা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তাদের কথা নিরীহ লোকের কাছে চলতে পারে, কিন্তু যাদের বিবেক বুদ্ধি আছে তাদের কাছে ওসব প্রচারণার আধা পয়সা মূল্য নেই।

নিরপেক্ষ ভোটের প্রস্তাব

প্রশ্ন ঃ আপনার দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ ভোট কিভাবে হতে পারে?

উত্তর ঃ আমি কোন রাজনৈতিক নেতা নই। কাজেই আমার প্রস্তাবের মূল্য হয়ত কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি নাও দিতে পারেন। তবে কিছু লোক হয়ত এর (আমার প্রস্তাবের) মূল্য দিতেও পারে সেই জন্যেই বলছি। ভোটকে নিরপেক্ষ করতে হলে, (অন্ততঃ আমাদের এই দেশে) নিম্নের প্রস্তাবগুলি সরকারকে এবং প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে মেনে নিতে হবে। আর না মানলে আমার পাঠক পাঠিকা গোষ্ঠীকে বলব এর জন্যে আন্দোলন করতে।

আমার প্রস্তাব

১। প্রত্যেক ভোটারের ফটোসহ পরিচয় পত্র থাকতে হবে এবং যখন ভোট দিয়ে আসবে তখন তার পরিচয় পত্রে প্রিজাইডিং অফিসার নাম স্বাক্ষর করবেন।

www.amarboi.org

২। সরকারী ভোটার তালিকায় নামগুলি ফাঁক ফাঁক করে লিখতে হবে। এবং যিনিই ভোট দিয়ে আসবেন তারই বাম হাতের একটা টিপ সই তার নামের পার্শ্বে নিতে হবে। (ভোটার তালিকায় তার নামের ডান পার্শ্বে)

৩। ভোটের পরে যারা ভোট দিতে পারবে না, বা যাদেরকে ভোট কেন্দ্র থেকে কোন দলের গুন্ডা বাহিনী যদি তেড়ে দেয় এবং সে যদি ভোট দিতে না পারে তবে সে সরকারী ভোটার লিষ্ট দেখতে চাইলে তাকে তা দেখাতে হবে। যদি দেখে যে তার নামের পার্শ্বে টিপসই আছে তবে সে চ্যালেঞ্জ করবে। ভোটার লিষ্টের টিপ সই এবং তার নিজের টিপ সই মিলাতে হবে এবং তার পরিচয় পত্রে প্রিজাইডিং অফিসারের নাম সই আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এতে করে গরমিল হলে সে কোর্টের আশ্রয় নিয়ে সে নির্বাচন অবৈধ করাতে পারে।

৪। পরিচয় পত্রের ফটোর সঙ্গে ভোটারের চেহারার মিল না হলে তার ভোট গ্রহণ করা যাবে না।

৫। ভোট কেন্দ্রে কোন জোর জুলুম হবে না, তার গ্যারান্টি দিতে হবে সরকারকে।

৬। কোর্টে যদি একটা ভোটও প্রমাণ হয় যে এটা জাল ভোট তবে পুরা ভোট বাতিল করে পুনরায় ভোট গ্রহণ করতে হবে। আমার মতে এ ৬ দফা দাবী মেনে নিলেই ভোট নিরপেক্ষ হতে পারে।

আমার শেষ নিবেদন

আসুন আমরা তাগুত অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ বিরোধী আইন করবে তাদেরকে বর্জন করি একমাত্র ঈমানের উপর বহাল থাকার জন্যেই।

শুধু তাদেরকেই ভোট দেই যারা পাস না করলেও আমরা মুসলমান থাকতে পারব। পরকালের পথও পরিষ্কার থাকবে এবং স্ত্রীটাও থাকবে হালাল।

আশা করি প্রতিটি মুসলমান যার যার নিজের পরকালের স্বার্থেই

www.amarboi.org

বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব এবং নিরপেক্ষ চিন্তায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী মুতাবিক বহুত বহুত মূল্যবান ভোট বা খেলাফতির আমানতকে সঠিক জায়গায় অর্পণ করে আল্লাহর হুকুমটা মানব এবং আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ভোটের সময় যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে বসে তামাশা না দেখি। আমাদের দেশের যে অবস্থা তাতে একমাত্র আল্লাহকে খুশী রাখতে পারলেই এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব টিকতে পারে। টিকতে পারে আল্লাহর ইচ্ছায় এবং আল্লাহরই শক্তিতে। আর আল্লাহ যদি একবার আমাদের উপর নারাজ হয়ে পড়েন তবে এ দেশটাকে আল্লাহ্ এমন সব নেতাদের হাতে তুলে দিবেন যাদের আমলে ঈমান রক্ষা করতে গেলে জবাই হওয়ারও আশংকা রয়েছে। কাজেই জবাই হওয়ার এবং পরকালের শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে হলে ভোটটা যথাস্থানে দিতে হবে।

আশা করি এসব ব্যাপারে আল্লাহকে হাজির নাযির জেনে নিরপেক্ষ মনে আমরা চিন্তা ভাবনা করব এবং যে কাজে আল্লাহ্ খুশী সেই কাজই করে আল্লাহকে খুশী রাখব।

আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে আমাদের সুবুদ্ধি দান কর যেন তোমার রাজী খুশীর উপর আমরা সর্বক্ষণই বহাল থাকতে পারি। আমীন। ছুম্মা আমীন !!

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.amarboi.org